সংবাদ

তারিখ 21 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উপকূলবাসীর কর্মমুখী শিক্ষা

মো. আবুল হাসান/খনরঞ্জন রায়

বাংলাদেশে ১৫টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা, ২৩ হাজার গ্রাম নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। আয়তন ৭১০ বর্গকিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের উপকূল কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত। ১৫টি জেলার নদীবিধৌত বিবিধ প্রাকৃতিক ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকা সাগরবক্ষে ও নদী মোহনায় জেগে ওঠা বিভিন্ন দ্বীপ ও চরাঞ্চলকে উপকূল অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত করা হয়। সরকারি হিসাবে বর্তমানে উপকূলীয় এলাকা এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপ ও চরাঞ্চলে ৩ কোটির অধিক লোক বসবাস করে। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল : কক্সবাজার ও তৎসংলগ্ন বালিময় বিস্তীর্ণ এলাকা। আটলান্টিক অঞ্চল : সুন্দরবনের পশ্চিমের পুরো বনাঞ্চল এবং মধ্যবর্তী অঞ্চল : গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীবিধৌত পুরো অঞ্চল।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতিরই নির্বিঘ্নে জীবন ধারণের জন্য কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বাঙালি জাতিকে দিয়েছেন বঙ্গোপসাগর। ১৫ কোটি মানুষের জীবনধারণ করার মতো সবকিছু উপাদান এখানে বিদ্যমান। পৃথিবীর অনেক দেশেই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮ হাজার ফুট নিচে বিশেষ ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে সমুদ্র তলের পরিষ্কার ছবির মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করছে। মানুষ্যবিহীন রোবট জাহাজ ব্যবহার করছে।

বর্তমান বিশ্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম পর্যটন শিল্প। বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, ছোটবড় ১৪শ' দ্বীপ, উপদ্বীপ থাকার পরও বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্প গড়ে ওঠেনি। অপার সম্ভাবনাময় সমুদ্রকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্প গড়ে তুলতে হলে পর্যটন প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন। ভাটিয়ারি থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত ৭১০ কিলোমিটার পোতাশ্রয় এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ তৈরি কারখানা নির্মাণ করার মতো ভূমি রয়েছে। প্রয়োজন শুধু প্রশিক্ষিত জনবল, সরকারি নীতিমালা ও পৃষ্ঠপোষকতা।

১৯৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর জ্যামাইকার মন্টোগোতে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত তৃতীয় জাতিসংঘ সম্মেলনের শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১১২টি সমুদ্র জাতির আঞ্চলিক সমুদ্র ও তৎসংলগ্ন এলাকা উপকূলীয় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের স্থলভাগ, অভ্যন্তরীণ জলরাশি ও সমুদ্রের ওপরের বায়ুমণ্ডল (Air Space) তলদেশ (Sub Soil) আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা, আঞ্চলিক নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত প্রণালি, সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) ইত্যাদির অধিকার সমম্বিত কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘদিনের মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারা এবং নির্দিষ্ট সমুদ্র সীমার ওপর দাবির পক্ষে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন গড়িমসির ফলে ৩৪ হাজার বর্গমাইল (বাংলাদেশের অর্ধেকের সমান) সমুদ্র এলাকা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সমুদ্রে তটরেখা থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এলাকা দাবি করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত জাতিসংঘের কমিশনে পেশ করতে পারেনি। ১৯৯৪ সালে প্রথম দফা সময়সীমা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২০১১ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট করার মতো দক্ষ প্রযুক্তিবিদ নেই। বর্তমানে যাদের ওপর হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তারা ৭০-৯০ নটিক্যাল মাইলের বেশি গভীরে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমুদ্র গবেষণা, হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, মৎস্য সম্পদ, উদ্ভিদ, খনিজ, পাখির সঠিক পরিসংখ্যানের প্রযুক্তিবিদ তৈরির লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে একটি ওশেনোগ্রাফিক ইনস্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৬টি বোর্ডের অসহযোগিতার কারণে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের সহিত জড়িত একটি ইনস্টিটিউট নির্মাণ আলোর মুখ দেখেনি। আগামী ৪ বছরের মধ্যে জাতিসংঘ সমুদ্র কনভেনশনে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে না পারলে আমাদের হাতছাড়া হবে বিপুল পরিমাণ তৈল, গ্যাস ও মৎস্য সম্পদ। যেভাবে হাতছাড়া হয়েছিল তালপট্টি দ্বীপ।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে; মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমির পণ্য দিয়ে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে না, মানুষের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে মাটির নিচে সম্পদ আহরণের দিকে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজসম্পদ আছে তা পৃথিবীর অন্য কোন সাগর, মহাসাগর, উপসাগরে নেই। মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, লোহা, তামা, রুপা, প্রবালসহ বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যায় বলে প্রাচীন ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনীতে সাগরকে রত্নাকর নাম দেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে অনেক গ্যাসের খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন করে জাতীয় গ্রিডে সংযোগ দেয়া হয়েছে। কক্সবাজার নাজিররার টেক থেকে টেকনাফের বদর মোকাম পর্যন্ত দীর্ঘ ১২০ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকতের বালুতে চাপা পড়ে আছে। ১২ হাজার কোটি টাকার মূল্যবান খনিজ বালু। ১৯৬০-০৭ পর্যন্ত সৈকতে ১৭টি খনিজ পদার্থের স্তর আবিষ্কার হয়েছে।

ভূতত্ত্ববিদদের অভিমত, সৈকতের বালুতে যখন মূল্যবান ধাতব পদার্থ পাওয়া গেছে, সমুদ্রের গভীরে গ্যাসের নিচের স্তরে দিকে পেট্রল, স্বর্ণ, রুপা, পিতল, লোহা লুকায়িত আছে। বাংলাদেশে খনিজসম্পদ উত্তোলনে মিড লেবেল ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের অভাবে কোন যুগোপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কক্সবাজার সমুদ্রে সৈকত থেকে বালু সংগ্রহ করে খনিজদ্রব্য পৃথক করার মতো নিম্নমানের প্রযুক্তিবিদও এদেশে তৈরি করা হয়নি। মধ্য গভীর সমুদ্র থেকে খনিজসম্পদ উত্তোলন সম্পূর্ণভাবে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল।

উপকূলীয় ১৫টি জেলায় খনিজসম্পদ উত্তোলন প্রযুক্তি বিদ্যালয় ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপকূলে ও গভীর সমুদ্র থেকে খনিজদ্রব্য উত্তোলন কর্মীবাহিনী গড়ে উঠবে। পাশাপাশি বিদেশে উচ্চ বেতনে অনেক যুবকের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের উপকূলের অধিবাসীদের প্রধান পেশা মাছ ধরা। উপকূলের ৪০ শতাংশ লোক মাছ ধরে জীবনযাপন করেন। তাদের এই পেশায় ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। পৈতৃক পেশা হিসেবে তাদের আগমন ঘটে। তারা যে নৌযানের মাধ্যমে মাছ ধরে তা অযান্ত্রিক। জালগুলো অবৈজ্ঞানিক। তাদের নৌকাগুলো ৭০-৮০ নটিক্যাল মাইলের বেশি অতিক্রম করতে পারে না। ৭০-৮০ নটিক্যাল ভেতরের মাছগুলো আকারে ছোট।

২০০-৪০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে বাংলাদেশের কোন ফিশিং ট্রলার মাছ ধরতে যায় না। সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত, বর্মী ট্রলার প্রতিদিন কয়েকশ' কোটি টাকার মাছ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের প্রতিটি লোক জীবনের দুঃখের পর সুখের মুখ দেখে। বাংলাদেশের উপকূলের লোকদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অভাব-অনটন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশের দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। প্রথম স্থানে রয়েছে হন্ডুরাস, তৃতীয় থেকে দশম স্থানে রয়েছে সোমালীয়, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া, ভিয়েতনাম, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, ভারত ও চীন। প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যাখরা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হারিকেন, কালবৈশাখী, নদীভাঙন, কৃষকের বৃষ্টিভেজা সোনালি ফসল, ঘরবাড়ি, দোকানপাট নিমিষেই লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ১৮০০ সাল থেকে গত ২০০ বছরে ১৮০টি মাঝারি এবং বিপজ্জনক মাত্রায় ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনেছে। এসব ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ৬৪টির মাত্রা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ৩ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে, ১৯৭০ সালে স্বজনহারা বেদনা ভুলতে না ভুলতে ১৯৭১ সালে ২৯ এপ্রিল কালরাতে নেমে আসে ইতিহাসের ভয়াবহতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে। উপকূলের ১৫টি জেলা ৬৩টি উপজেলার ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে ৮ হাজার লোক। পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে বি[illegible] চিকিৎসা ও খাদ্যাভাব, অর্ধাহারে আরও ১ লা[illegible] ২০ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। সরকার বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থা ছিটেফোটা ত্রাণ বিত[illegible] করে, যোগাযোগের সুবিধাজনক স্থানে। দু[illegible] এলাকার লোকরা ত্রাণ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। দী[illegible] ১৬ বছরের মধ্যে পঙ্গুদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ক[illegible] সম্ভব হয়নি। ঘরবাড়ি দোকানপাট ধ্বংসপ্রাপ্ত[illegible] আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা হয়নি।

২০০৪ সালে সুমিত্রা থেকে সোমালিয়া প[illegible] ঘটে যাওয়া সুনামিতে তাৎক্ষণিক মারা যায় [illegible] লাখ লোক। আঘাতপ্রাপ্তদের মধ্যে একটি লোক[illegible] বিনা চিকিৎসায় কিংবা অনাহারে মারা যায়[illegible] এমনকি একটি গবাদিপশু, বৃক্ষের কোন ক্ষ[illegible] সাধন হয়নি। ডিপ্লোমা প্রযুক্তি জ্ঞানই [illegible] অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। সুনামি আক্র[illegible] প্রতিটি এলাকার ডিপ্লোমা শিক্ষার হার [illegible] শতাংশের ওপরে। তাদের ছিল ডিপ্লো[illegible] মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট, নার্স, ফার্মাসি[illegible] ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, পশু, মৎস্য, বয়ন, পর্য[illegible] ফুড, ক্লিনিং প্রযুক্তি বিদ্যায় দক্ষ প্রযুক্তিবিদ। য[illegible] সুস্থ ছিল তারা আহতদের তাৎক্ষণিক সে[illegible] নিয়োজিত হয়। পৃথিবীর সব দে[illegible] উপকূলবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক[illegible] জীবনযাপন করে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদে[illegible] মোকাবেলা করতে হয় ট্রলারডুবি, তীর ভা[illegible] বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, হারিকেন, টর্নেডো সুনামি। জীবন বাঁচাতে তাদের জীবনই ব[illegible] রাখতে হয়। ১২২টি সমুদ্র জাতির মধ্যে অনে[illegible]

...৮টা... পুরো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ... ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া ছিল তাে ... বিদ্যুৎ না থাকলে কি ... ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়। তা ... সঠিক সময়ে বিল পরিশোধ না ... নোটিশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ... ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের ...

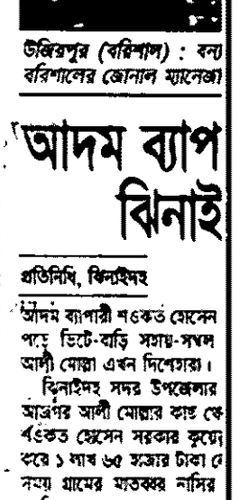

উজিরপুর (বরিশাল) : বন্য... বরিশালের জোনাল ম্যানেজা...

আদম ব্যাপ... ঝিনাই...

প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ

আদম ব্যাপারী শওকত হোসেন ... পড়ে ভিটে-বাড়ি সহায়-সম্বল ... আলী মোল্লা এখন দিশেহারা।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ... আত্রগর আলী মোল্লার কাছ থে... শওকত হোসেন সরকার কুয়েত... বলে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ... নয়া গ্রামের মাতব্বর নাসির ... মোমিন, আবুল হোসেন, মা... অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সেখ... বিদেশে ভাল বেতনে চাকরি পা...

শওকত হোসেন সরকার ২৫ ... প্রাণপুরি আত্রগর আলীকে কুয়ে... কুয়েত যাওয়ার পর আত্রগর কে ... ১০ দিন এক অন্ধকার ঘরে বন্দি ...

সাবেক সাংসদ... দায়েরকৃত

সংবাদদাতা, পিরোজপুর

পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) ... সাবেক সাংসদ ও থানা বিএনপি ... রুস্তম আলী ফরাজীর বিরুদ্ধে ... ও প্রতারণার অভিযোগে পৃথ... দায়ের হলেও তিনি এখনও রয়ে... বাইরে। মামলার কোন অগ্রগতি ... দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের হয় ... স্থানীয় ঠিকাদার মো. মজিবুর র... ডা. রুস্তম আলী ফরাজী ও ... বেগম খুশবুর বিরুদ্ধে মঠবা... ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৮ লাখ টাকা ... অভিযোগে এ মামলাটি দায়ের ... বিয়কারী ... রুজু হয়। মামলার ... সড়ক ও জনপথ বিভা... বকুলপাড়া রাস্তা নির্মাণে তিনি ... ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড নামে কাজ ... সাবেক সাংসদ ডা. ফরাজী ও ... মজিবুরের কাছ থেকে দুই কিস্তি ... লাখ টাকা গ্রহণ করেন। তন...